জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক ভোরের কাগজ

তারিখ ঃ 14 JUL 2017

জনতা ব্যাংকের ডিএমডি হলেন ড. মো. ফরজ আলী

ড. মো. ফরজ আলী সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ১৯৮৪ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। ড. মো. ফরজ আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি এবং ইউএসএ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি দেশ ও বিদেশে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ঃ 14 JUL 2017

ড. মোঃ ফরজ আলী জনতা ব্যাংকের নয়া ডিএমডি

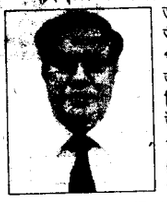

ড. মোঃ ফরজ আলী সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। চাকুরীর বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি দেশ ও বিদেশে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক যায়যায়দিন

তারিখ ঃ 1 / JUL 2017

ড. মো. ফরজ আলী

জনতা ব্যাংকের ডিএমডি ফরজ আলী

ড. মো ফরজ আলী সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। ড. মো ফরজ আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি এবং ইউএসএ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি দেশ ও বিদেশে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক মানবজমিন

তারিখ ঃ 14 JUL 2017

ড. মো. ফরজ আলী জনতা ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ড. মো. ফরজ আলী সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

The New Age

তারিখ : 14 JUL 2017

Md Mosaddake-Ul-Alam

Mosaddake becomes ICB DMD

Business Desk

MD Mosaddake-Ul-Alam joined as deputy managing director of Investment Corporation of Bangladesh on Tuesday, said a news release.

He started his career as senior officer in Janata Bank on August 13, 1985 and served in different positions in the same organisation.

Before his promotion, he acted as general manager and company secretary in Janata Bank.

Mosaddake completed BCom (honours) and MCom in accounting from Dhaka University.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক প্রথম আলো

তারিখ : 14 JUL 2017

আবারও ব্যাংক কোম্পানি আইন পরিবর্তন!

সানাউল্লাহ সাকিব ●

বিদ্যুৎ খাতে বড় ঋণের জোগান নিশ্চিত করতে এই সংশোধনের উদ্যোগ, কমিটি গঠন

বেসরকারি বিদ্যুৎ প্রকল্পে বড় অঙ্কের ঋণ-সুবিধা দিতে আবারও ব্যাংক কোম্পানি আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বড় ঋণ পেতে এ আইন কোনো বাধা সৃষ্টি করবে কি না, তা যাচাইয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে একটি কমিটি করে দিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। এ কমিটি নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করবে। ৪ জুলাই গঠিত এ কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এর আগে পরিচালকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন হয়, যা জাতীয় সংসদে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

জানা গেছে, ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত)-এর ২৬(খ) ১ ধারা অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে একটি ব্যাংকের মোট মূলধনের ২৫ শতাংশের বেশি ঋণ দেওয়া যাবে না। বিদ্যুৎ খাতের উদ্যোক্তারাও সেই অনুযায়ী ঋণ-সুবিধা পেয়ে থাকেন।

গত মার্চ শেষে সোনালী ব্যাংকের মোট মূলধন ছিল ১ হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা, জনতার ৩ হাজার ৯০৩ কোটি, অগ্রণীর ২ হাজার ২৮৬ কোটি ও রূপালীর ১ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা। সে হিসাবে একটি প্রকল্পে সোনালী ব্যাংক ঋণ দিতে পারে সর্বোচ্চ ৪৭৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া জনতা ব্যাংক পারে ৯৭৫ কোটি, অগ্রণী ব্যাংক ৫৭১ কোটি ও রূপালী ব্যাংক ২৯৭ কোটি টাকা। রাষ্ট্রমালিকানাধীন এসব ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের প্রায় **১৫টি ব্যাংকের প্রতিটির মূলধনও ২ হাজার কোটির কাছাকাছি।** এসব ব্যাংকও একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ৫০০-৬০০ কোটি টাকা করে ঋণ দিতে পারে।

তবে বিদ্যুৎ খাতের উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ একটি ব্যাংকের কাছেই বড় অঙ্কের ঋণ চাইছেন। চলতি বছরের শুরুতে ওরিয়ন গ্রুপ তাদের ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২-এর জন্য অগ্রণী ব্যাংকের কাছে ৪ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকা ঋণ চেয়ে আবেদন করে। এর মধ্যে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা চাওয়া হয় ব্যাংক থেকে, বাকি অর্থ আসবে অন্য খাত থেকে। তবে এর গ্যারান্টি দেবে অগ্রণী ব্যাংক। এ প্রকল্পে সব মিলিয়ে ৬ হাজার ৫০১ কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচের হিসাব দেয় গ্রুপটি।

তবে আইন অনুযায়ী, ব্যাংকটি ওই প্রকল্পে সর্বোচ্চ ৫৭১ কোটি টাকা দিতে পারে। এদিকে গ্রুপটির কাছে অগ্রণী ব্যাংকের আগের পাওনা রয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা। ফলে আবেদনের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১২১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে অগ্রণী ব্যাংকের। বড় এ ঋণ প্রস্তাবটি অগ্রণী ব্যাংকের পর্ষদে আলোচনার পর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে গঠন করা হয় দুটি কমিটি।

একই ধরনের আবেদন ওরিয়ন গ্রুপ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রমালিকানাধীন অন্য ব্যাংকগুলোতে জমা দিয়েছে। ব্যাংকগুলো তাদের জানিয়ে দিয়েছে, আইন অনুযায়ী এত বড় ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আইনের ওই ধারাটি শিথিলের জন্য চিঠি দেন।

এর মধ্যে গত ২১ জুন ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের নিয়ে সভা করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। ওই সভায় প্রতিমন্ত্রী জানিয়ে দেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিতে হবে। এ সময় ব্যাংকের নির্বাহীরা জানান, আইন অনুযায়ী এ পরিমাণ ঋণ দেওয়ার সুযোগ নেই।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪ জুলাই ব্যাংক কোম্পানি আইনের পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন করে। কমিটি গঠনের অফিস আদেশে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ খাতে বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগের সুবিধার্থে ব্যাংক কোম্পানি আইন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে কি না, তা পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিলের জন্য কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির প্রধান করা হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদকে। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সব নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সদস্য করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল কমিটির প্রথম সভা। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি জানান, ২৫ শতাংশের বেশি ঋণ দেওয়া যায় না। তবে সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে আইন মেনেই মূলধনের ৪০-৪৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সরকার গ্যারান্টি দিলে আইন পরিবর্তন না করেও বেশি ঋণ দেওয়া যায়। সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে বিদ্যুৎখাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ চাহিদা ও ব্যাংক কোম্পানি আইন পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করতে বলা হয়েছে। কমিটির পরবর্তী সভা হবে ১৯ জুলাই।

জানতে চাইলে কমিটির প্রধান জালাল আহমেদ বলেন, সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায়। বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে ১৫ হাজার মেগাওয়াট। প্রতি মেগাওয়াট উৎপাদনে ১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ জন্য অনেক বিনিয়োগ প্রয়োজন। ব্যাংকিং আইনটি এতে কোনো বাধা হতে পারে কি না, তা পর্যালোচনা করেই সুপারিশ করা হবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ : 14 JUL 2017

রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতিতে ঋণখেলাপির সুনামি

হারুন-অর-রশিদ ■

গত কয়েক বছর নামে-বেনামে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ও ব্যাংকারদের ঘুষ দিয়ে হাতিয়ে নেওয়া এসব ঋণ এখন শীর্ষ খেলাপির তালিকায় স্থান পেয়েছে। ব্যাংকের টাকা ফেরত না দিয়ে নীতির মারপ্যাঁচে ঋণে নিয়মিতই রয়েছেন বড় অঙ্কের ঋণগ্রহীতারা। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকা প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ওই তালিকায় যাদের নাম রয়েছে, ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের করা তদন্তে জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ নেওয়ার প্রমাণ পেয়েছে। তাদের হাতে বস্তাভরে ঋণ তুলে দিয়েছেন তৎকালীন ব্যাংকের পরিচালক ও কর্মকর্তারা।

ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতির সুনামি বয়ে যায় ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত। ওই সময় বেসিক ব্যাংকে ডাকাতি, হলমার্ক গ্রুপ ও বিসমিল্লাহ গ্রুপের মতো বড় বড় কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া চট্টগ্রামে জামানত ছাড়া ঋণ দেওয়ার হিড়িক পড়ে ওই সময়ে। হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা আর ফেরত দেননি গ্রহীতারা। শীর্ষ ১০০ তালিকায় স্থান পাওয়া অধিকাংশ ঋণই ওই সময় বিতরণ করা। তবে এর আগেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে হাতিয়ে নেওয়া ঋণও শীর্ষ খেলাপির তালিকায় স্থান পেয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে আলোচিত কেলেঙ্কারি বেসিক ব্যাংকে ঋণ ডাকাতি। অর্থমন্ত্রী একাধিকবার স্বীকার করেছেন বেসিক ব্যাংকে ঋণের নামে ডাকাতি হয়েছে। শীর্ষ তালিকার ম্যাক্স স্পিনিং, ম্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল, ম্যাক শিপ বিল্ডার্স, মাটেক্স, টেকনো ডিজাইন, নিউ অটোডিফাইন বেসিক ব্যাংক থেকে ঋণ হাতিয়ে নিয়েছে। বেসিক ব্যাংক থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা লুটে নিয়েছেন ঋণগ্রহীতারা। অবশ্য ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে তৎকালীন চেয়ারম্যান ও এমডি গ্রাহকদের কাছ থেকে কমিশন নিয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাংকিং খাতের আরেক মহাকেলেঙ্কারি হলমার্ক গ্রুপ। শুধু কাগজ দেখিয়েই ব্যাংক থেকে হাতিয়ে নিয়েছে চার হাজার কোটি টাকা। যে কাগজগুলো দেখিয়ে ঋণ নিয়েছে সেই কাগজগুলো ছিল ভুয়া। ব্যাংকের ভল্ট উজাড় করে ঋণ দিয়েছে তৎকালীন পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ।

সোনালী ব্যাংকের বর্তমান এমডি ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ বলেন, ব্যাংকিং খাতে এক সময় সুনামি বয়ে গেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। সেই ঋণগুলো আদায়ের চেষ্টা চলছে।

এদিকে ব্যাংকগুলোর দেদার ঋণ বিতরণ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সংসদীয় অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। কমিটি তাদের সর্বশেষ মিটিংয়ে বলেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি ও প্রচলিত আইন না মেনে ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণ

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৭

রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করেছে। এ ছাড়া সোনালী ব্যাংক থেকে ফেয়ার ট্রেড গ্রুপ ৫০১ কোটি জামানত ছাড়াই ঋণ হাতিয়ে নেয়। জসিম উদ্দিনের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান তালিকার ১৫ নম্বরে। তারেক জিয়ার বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুন রাজনৈতিক প্রভাবে ওয়ান ডেনিমের নামে ১৪৩ কোটি হাতিয়ে নেন। বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদের মুন্নু ফেব্রিক্স শীর্ষ খেলাপি তালিকাভুক্ত। বর্তমান সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির নেতা শওকত চৌধুরীর প্রতিষ্ঠান যমুনা এগ্রোও শীর্ষ খেলাপি। বর্তমান সময়ের আলোচিত আরেক ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠান মুন গ্রুপ। অগ্রণী ব্যাংকের এমডি ও ডিএমডির সঙ্গে যোগসাজশ করে ৭৯৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নেন মিজানুর রহমান নামে এক ব্যবসায়ী। ওই অনিয়মের দায়ে অগ্রণী ব্যাংকের তৎকালীন এমডি সৈয়দ আবদুল হামিদ ও ডিএমডি মিজানুর রহমান ব্যাংক থেকে অপসারিত হয়েছেন।

তালিকায় নাম থাকা বেশিরভাগ গ্রুপ চট্টগ্রামকেন্দ্রিক। লোন অ্যাগেনস্ট ট্রাস্ট বা বিশ্বাসের বিপরীতে ঋণের আওতায় হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয় ব্যাংকগুলো। পরে ওই ঋণ আর ফেরত দেয়নি। পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় ব্যাংক কোনোভাবে ঋণ আদায় করতে পারছে না। আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে অবলোপন করেছে। কিন্তু মামলা করেও ওই গ্রাহকদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো ঋণ আদায় করতে পারছে না।

পণ্য আমদানির ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে কয়েকটি ব্যাংক থেকে ১২০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বিসমিল্লাহ গ্রুপ। পরে ওই টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে। মামলা করেও এ পর্যন্ত কোনো টাকা আদায় করতে পারেনি ব্যাংকগুলো। সব পাওনাই অবলোপন করেছে ব্যাংকগুলো।

তবে ব্যাংকিং খাতে এর চেয়ে বড় বড় গ্রাহক রয়েছেন। তাদের একেকজনের কাছেই ব্যাংকের পাওনা ৩৫ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত। তারাও বছরের পর বছর টাকা আটকে রেখেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় দেওয়া পুনর্গঠন সুবিধায় সেই ঋণগুলো ১৮ বছরের জন্য খেলাপি হবে না। এই সুবিধা নিয়ে বড় বড় ১৫টি গ্রুপ ১৬ হাজার ৬১০ কোটি ঋণ নিয়মিত করে নিয়েছে।

ঋণ বিতরণের অনিয়মের সঙ্গে ব্যাংক কর্মকর্তারা জড়িত ছিলেন বলে তদন্তে প্রমাণ পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত কমিটি। বেসিক ব্যাংক, সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ হাতেগোনা কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অনেকের বিরুদ্ধে সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়ার পর তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। সংসদীয় অনুমিত হিসাব কমিটি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, বিভিন্ন দুর্নীতি ও অবহেলার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাসপেন্ড করা হয়। পরে আস্তে আস্তে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণ বিতরণের স্থিতি ৬ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণ ৭৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা। এ ছাড়া রাইট অব (অবলোপন) করা হয়েছে ৪৩ হাজার কোটি টাকা। সবমিলে খেলাপি ঋণের মোট স্থিতি ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ১৭ শতাংশ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দেশের ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে বড় সমস্যা খেলাপি ঋণ। খেলাপি ঋণের জন্যই শিল্প ঋণের সুদের হার কমানো যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন পরে হলেও খেলাপিদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন টাকা আদায়ের উদ্যোগ নিতে হবে। ঋণ আদায়ে মামলা করাসহ সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজ সরকারের। খেলাপি যেই হোক সরকারিভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে হবে। যেসব ব্যাংক জামানত ছাড়া ঋণ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশনস ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক নয়া দিগন্ত

তারিখ : 14 JUL 2017

ব্যাংকিং খাতে তিন মাসে সুদ মওকুফ ৩০০ কোটি টাকা

● আশরাফুল ইসলাম

ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করার প্রবণতা বাড়ছে। এতে খেলাপি ঋণের পাহাড় জমে গেছে। সেই সাথে বাড়ছে সুদ মওকুফের পরিমাণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের বিপরীতে সুদ মওকুফ করা হয়েছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে চার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেরই শত কোটি টাকা। আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে বেশি সুদ মওকুফ করা হয়েছে রূপালী ব্যাংকের প্রায় ৫৪ কোটি এবং সোনালী ব্যাংকের প্রায় ৪৩ কোটি টাকা রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে হলমার্ক, বিসমিল্লাহ ও বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। আর রাজনৈতিক প্রভাবেই সুদ মওকুফ করা হচ্ছে, যা ব্যাংকিং শৃঙ্খলার পরিপন্থী। ব্যাংকের সুদ মওকুফ করায় এক দিকে যেমন ব্যাংকের আয় কমে যায়, পাশাপাশি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন এমন গ্রাহকদের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এতে বেড়ে যায় ঋণ পরিশোধ না করার প্রবণতা। ঋণ পরিশোধের সংস্কৃতি থেকে বের হওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন।

জানা গেছে, সাধারণত: দু'টি ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ করা হয়। একটি হলো, দীর্ঘ দিন যাবত যেসব ঋণ পরিশোধ করা হয় না, এককালীন পরিশোধের শর্তে ওইসব ঋণের কিছু সুদ মওকুফ করা হয়। তবে, এক্ষেত্রে ব্যাংক যেন লোকসানের সম্মুখীন না হয়, অর্থাৎ মূল বিনিয়োগ ও ব্যয় যেন উঠে আসে সে দিকে খেয়াল রাখা হয়। অপরদিকে ঋণ পুনঃতফসিলের সময় কিছু সুদ মওকুফ করা হয়। এটা করার ফলে একদিকে ব্যাংকের দীর্ঘ দিনের খেলাপি ঋণ আদায় হয়। এতে ওই ব্যাংকের বিনিয়োগ সক্ষমতা বেড়ে যায়। অপরদিকে আয়ও বাড়ে।

শত কোটি টাকাই চার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের

বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে যাথাযত নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোতে রাজনৈতিক চাপ থাকে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ীরা ঋণের সুদ মওকুফ করে নেন। যার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যাংক। কেননা, ব্যাংক আমানতকারীদের সুদ ঠিকই পরিশোধ করতে হয়েছে। কিন্তু ঋণের সুদ আদায় না হওয়ায় বেড়ে গেছে ব্যয়। শুধু সুদ মওকুফের ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রভাব থাকে না, ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক চাপ থাকে। যেমন, ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকে যে জামানত দেয়, তা যথাযথ হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধকী জমি বা সম্পদ অতিমূল্যায়িত করা হয়।

চার ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আশায় সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে সুদ মওকুফ বেড়ে গেছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোর আয়ও কমে যাচ্ছে।

রূপালী ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অতীতের চেয়ে এখন ■ ১৩ পৃ: ৬-এর কলামে

ব্যাংকিং খাতে তিন মাসে সুদ মওকুফ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক চাপ, স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে সরকারি এ চার ব্যাংকে সুদ মওকুফ বেড়ে গেছে। চাপও রয়েছে সুদ মওকুফ করার। এভাবে অনেকেই পার পেয়ে যাচ্ছেন। সুদ মওকুফ বেশি হওয়ায় ব্যাংকের আয়ও কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, সুদ মওকুফের মাধ্যমে একটি খাত বা ব্যক্তিকে সহায়তা দেয়া হয়। কিন্তু সুদ মওকুফ বেশির ভাগ সময় যথাযথভাবে করা হয় না। অনেকেরই ক্ষমতাসীনদের সাথে যোগসূত্র থাকে। আর এ যোগসূত্রের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক চাপের মাধ্যমে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের সুদ মওকুফ করে থাকে। এ কারণেই সরকারি ব্যাংকগুলোর বেহাল অবস্থা। তিনি বলেন, সুদ মওকুফের এ সংস্কৃতি ব্যাংকিং শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এ কারণে যতটুকু সম্ভব সুদ মওকুফ থেকে এড়িয়ে চলা।

ব্যাংকগুলো থেকে সুদ মওকুফের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিন মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো সুদ মওকুফ করেছে ১০২ কোটি টাকা, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে ৩০টি সুদ মওকুফ করেছে ১৭৮ কোটি টাকা, এবং তিন বিদেশী ব্যাংক সুদ মওকুফ করেছে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে বেশি সুদ মওকুফ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক ১১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা, ইসলামী ব্যাংক ১৮ কোটি ১৯ লাখ টাকা, যমুন ব্যাংক ২৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকা, পূবালী ব্যাংক ৩২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা, সাউথইস্ট ব্যাংক ১১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ১৩ কোটি ২৩ লাখ টাকা।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক বণিক বার্তা

তারিখ ঃ 1 4 JUL 2017

সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ ২ লাখ কোটি টাকা ছাড়াচ্ছে

হাছান আদনান ■

ব্যাংক আমানতের সুদহার মূল্যস্ফীতির নিচে নেমে যাওয়ায় সঞ্চয়পত্র কিনতে ব্যাংকগুলোয় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। কেবল গত পাঁচ বছরেই ১ লাখ ৩১ হাজার ২৭৭ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি করেছে সরকার। চলতি জুলাই মাসেই সঞ্চয়পত্র বিক্রি থেকে সরকারের ঋণ ২ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ কমলেও বছর বছর বেড়ে চলেছে সঞ্চয়পত্রে দেনার পরিমাণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০০৭-০৮ অর্থবছর শেষে সঞ্চয়পত্র খাত থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬ হাজার ১৫৭ কোটি টাকা। এর পাঁচ বছর পর ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে সঞ্চয়পত্র খাতে সরকারের দেনা দাঁড়ায় ৬৪ হাজার ৫১০ কোটি টাকা। তবে পরের পাঁচ বছরে এ খাত থেকে সরকারের ঋণ বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুনে সঞ্চয়পত্রে সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা।

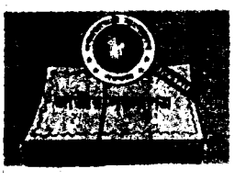

৫ বছরে সঞ্চয়পত্রে সরকারের দেনা বেড়েছে তিন গুণের বেশি

সঞ্চয়পত্র বিক্রি থেকে নেয়া ঋণে ১০ থেকে ১২ শতাংশ সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে সরকারকে। যদিও ট্রেজারি বিলের বিপরীতে ২ দশমিক ৯০ শতাংশ সুদে ৯১ দিন মেয়াদি এবং ৫ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ সুদে পাঁচ বছর মেয়াদি ব্যাংকঋণ নিতে পারত সরকার। সঞ্চয়পত্র থেকে চাহিদার অতিরিক্ত ঋণ পাওয়ায় ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ তো নিচ্ছেই না, উল্টো ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আগের বকেয়া থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করেছে বিভিন্ন ব্যাংককে। এতে ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারের ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯০ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা। অথচ এক বছর আগে অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যাংক খাতে সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা।

সরকার সঞ্চয়পত্র স্কিম থেকে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার কারণেই সঞ্চয়পত্র বিক্রি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে বলে মনে করেন অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জায়েদ বখত। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, সমাজের বিশেষ শ্রেণীর মানুষের উপকারের জন্য সঞ্চয়পত্র প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সব শ্রেণীর মানুষ সঞ্চয়পত্র কিনছে। দুর্নীতি ও কালো টাকায় সঞ্চয়পত্র কিনে দুর্নীতিবাজরা উপকৃত হচ্ছে। ফলে ঘাটতি বাজেট পূরণের নিয়ামক সঞ্চয়পত্রে সরকারের ব্যয় বাড়ছে। এটি রোধ করতে হলে সঞ্চয়পত্র কেনায় বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশে ২ হাজার ৫১৮ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছিল। ওই অর্থবছর শেষে সঞ্চয়পত্রে সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬ হাজার ১৫৭ কোটি টাকা। বছরটিতে সঞ্চয়পত্র বিক্রির প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ। অর্থবছরটিতে মোট ৩ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে হঠাৎ করেই সঞ্চয়পত্র বিক্রি ২৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেড়ে যায়। ওই অর্থবছর মোট সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয় ১১

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ

১ম পৃষ্ঠার পর

হাজার ৫৯০ কোটি টাকার। ২০১০ সালের জুনে সঞ্চয়পত্র খাতে সরকারের দায়ের পরিমাণ ৬২ হাজার ৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এর পরের দুই অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে খুব বেশি উৎসাহ দেখা যায়নি সাধারণ মানুষের মধ্যে। তবে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকেই হু হু করে বেড়েছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি। মূলত ওই সময় অতিরিক্ত তারল্যের দোহাই দিয়ে আমানতের সুদহার কমাতে থাকে ব্যাংকগুলো। দেশের ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে ব্যাংকগুলো ঋণের সুদহারও কিছুটা কমিয়ে আনে। ফলে পরোক্ষভাবে আমানতের সুদহার হ্রাস করতে গিয়ে তা মূল্যস্ফীতিরও নিচে নামিয়ে আনে ব্যাংকগুলো। এ অবস্থায় আমানতের সুদের ওপর নির্ভরশীল মানুষ সঞ্চয়পত্রে ঝুঁকে পড়ে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয় ১১ হাজার ৭০৭ কোটি টাকার। সে হিসেবে অর্থবছরটিতে সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে ১৮ দশমিক ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটে। ওই অর্থবছর শেষে সঞ্চয়পত্রে সরকারের দেনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬ হাজার ৩৯৭ কোটি টাকায়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয় ২৮ হাজার ৭৩২ কোটি টাকার। ২০১৫ সালের জুনে সঞ্চয়পত্রে সরকারের দেনার পরিমাণ এক লাফে ১ লাখ ৫ হাজার ১৩০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। বছরটিতে সঞ্চয়পত্র বিক্রি বাড়ে ৩৭ দশমিক ৬১ শতাংশ।

এর পর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে ৩৩ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকার। অর্থবছরটিতে সঞ্চয়পত্র বিক্রি ৩২ শতাংশ বেড়ে এ খাতে সরকারের ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮১৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে সদ্য সমাপ্ত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে। চলতি বছরের মে পর্যন্ত অর্থবছরের ১১ মাসে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয় ৪৬ হাজার ৯৬৯ কোটি টাকার। অর্থবছরের শেষ মাস জুনে সবচেয়ে বেশি সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে। একক মাস হিসেবে শুধু জুনেই প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। তবে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও পোস্ট অফিস থেকে বিক্রি হওয়া সঞ্চয়পত্রের পুরো হিসাব এখনো হাতে পায়নি বাংলাদেশ ব্যাংক। সে হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে সঞ্চয়পত্র খাতে সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থবছরটিতে সঞ্চয়পত্র বিক্রির প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪১ শতাংশ। যদিও গত অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র থেকে ১৯ হাজার ৬১০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল সরকারের।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে। এর মধ্যে অনুন্নয়ন বাজেট ২ লাখ ৪৫ হাজার ১৪ কোটি টাকার। সুদ পরিশোধে রাখা হয়েছে ৪১ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদই ৩৯ হাজার ৫১১ কোটি টাকা। সে হিসেবে মোট বাজেটের প্রায় ১৭ শতাংশ অর্থই ব্যয় হবে ঋণের সুদ পরিশোধে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৯ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে সঞ্চয়পত্রের সুদে।

চলতি অর্থবছর শেষে দেশী-বিদেশী মিলিয়ে রাষ্ট্রের মোট ঋণ দাঁড়াবে ৭ লাখ ৬১ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ। এর মধ্যে দেশের ভেতর থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ ৪ লাখ ৭১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ২ লাখ ৯০ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছর শেষে দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৬ কোটি ৫০ লাখ এবং মাথাপিছু ঋণ দাঁড়াবে ৪৬ হাজার ১৭৭ টাকা। বর্তমানে মাথাপিছু ঋণ ৩৯ হাজার ৯৬৩ টাকা।

The Financial Express 14 JUL 2017

Investment of pension, gratuity, provident funds in bonds to be mandatory

Syful Islam

The government is likely to make it mandatory for the pension, gratuity and provident funds to invest a certain portion of their money in fixed income securities, officials said.

A policy guideline on 'Fixed Income (Bond) Fund in Securities Market of Bangladesh' was under preparation that might include the provision, as part of an effort to develop a bond market in the country, they added.

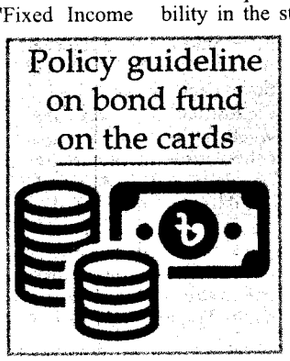

Sources said officials from Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), Bangladesh Bank (BB) and Investment Corporation of Bangladesh (ICB) at a recent meeting put forward the proposal for investing the funds in the fixed income securities.

It was also proposed that a minimum portion of the life insurance and general insurance funds could be invested in bonds to help develop the bond market, which the government has been trying for long.

Policy guideline on bond fund on the cards

Sources said officials involved in preparation of the policy suggested keeping the interest rates of national savings schemes lower than the bonds to attract people in the bond market.

The BSEC officials considered essential to develop a bond market for ensuring stability in the stock markets and opening a new avenue to collect funds for investing in different industrial sectors.

They said experts have opined in favour of developing a bond market in the country following the stock market debacle in 2010-11, recommending alternative investment options for small investors.

After the debacle, the BSEC prepared the 'Bangladesh Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012' as an initial part of establishing a bond market.

Presently, the financial and manufacturing sector companies are issuing bonds and

Continued to page 7 Col. 4

Investment

Continued from page 1 col. 4

debentures of different terms and coupon rates for collecting long term capital.

According to a senior BSEC official, there were various types of barriers in developing a bond market in Bangladesh. These include lack of demand for bonds, excessive dependency on equity securities, limited supply of bonds in primary and secondary markets and no scope of selling those in the market.

If the barriers can be removed, the bond market will be able to help strengthen and stabilise the country's stock markets, he added.

A senior official at the Ministry of Finance told the FE that a committee, led by executive director of BSEC Mahbubul Alam, was working on preparing the draft of the proposed policy guidelines on the fixed income (Bond) fund.

The committee held one meeting so far and sought two months more time to prepare the draft.

syful-islam@outlook.com

সমতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

The Financial Express

তারিখ 21 JUL 2017

BB gets 75 proposals involving over $353m for long-term financing

Bangladesh Bank (BB) has received 75 project proposals involving about US$ 352.9 million till June 30 from the export-oriented companies to facilitate long-term financing under the World Bank-funded Financial Sector Support Project (FSSP), reports BSS.

"We have already sanctioned 43 proposals with $192.8 million of which $100.1 million of 31 proposals has been disbursed, the rest of the sanctioned amount is under the process of disbursement," a BB official told the news agency on Thursday.

Out of the total sanctioned funds, some have been disbursed partially and some more are under the process as the amounts will be disbursed through opening Letter of Credits (LCs) for importing machineries, he added.

Out of the total applications received through the commercial banks, the central bank is processing three proposals and 16 proposals have been closed by the World Bank and the BB for 'substantial impact on environment and shipping', the BB official said.

He said the BB has also declined seven proposals with $23.9 million for various reasons while six proposals with $25.5 million have been discontinued by the participating financial institutions (PFIs).

BB also refinanced five proposals with $1.328 million, he added.

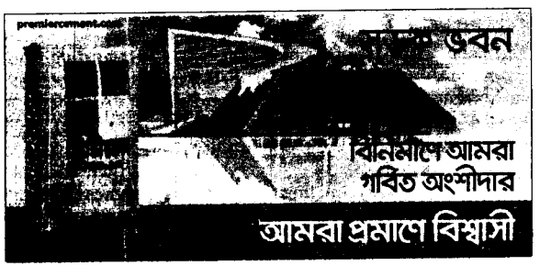

"We have submitted proposals of four companies involving $34.6 million of which two companies have already been given their sanctioned funds amounting to $20.1 million," said executive vice-president of Southeast Bank Limited Abdul Baten Chowdhury.

The four companies are T-Design Knitwear Limited, SNOWTEX, Jahan Marine Private Limited and KC Jacket Wear Company.

Out of the total submitted proposals, Baten Chowdhury, also the head of Principal Branch of the bank, said two proposals have already been approved and the remaining two proposals awaits approval.

Out of the two approved proposals, senior assistant vice-president of the same bank M Roushon Ali said, T-Design Knitwear Limited has already got its sanctioned amount and imported capital machineries.

The BB under the auspices of International Development Association (IDA) of the World Bank would provide a total of $350 million under the FSSP, which would play a pivotal role in meeting the growing demand for long-term financing for productive sectors in the country.

The BB has signed separate Participating Financial Institutes (PFI) agreements with 31 banks to distribute the long-term finance among the country's export-oriented industries.

Of the total amount, the World Bank will provide $300 million and rest of the amount will come from the BB's own fund. The tenure of the project is July 1, 2015 to March 31, 2021.

Under the FSSP fund for long-term financing, the banks can lend money for ventures in the industrial productive sectors for tenures running from five to 10 years with the condition that the banks would pay interest rate between 2.50 per cent and 3.50 per cent, including the LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) depending on the category of banks.

The interest is being fixed considering the respective bank's CAMELS (Capital, Assets quality, Management, Earning, Liquidity, and Sensitivity) rating, a recognised international rating system that bank supervisory authorities use in order to rate financial institutions.

Exchange Rate

July 13, 2017

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on Thursday.

Selling rates to public (outward remittance)

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	81.6000	93.7843	105.5190	0.7299	84.8430	64.3705	63.0970
Janata Bank	81.5500	94.0318	105.8785	0.7180	84.6421	64.5493	63.2524
Agrani Bank	81.7300	93.7150	106.6480	0.7335	85.0885	64.4323	62.9831
Rupali Bank	81.7300	94.1827	106.4071	0.7317	85.8437	65.1724	63.5748
FCBs							
StanChart	81.9400	94.9865	106.9321	0.7392	87.0404	65.8121	64.5002
CBC	81.9900	95.3298	107.0789	0.7340	--	64.3816	64.6081
PCBs							
SEBL	81.8500	95.0700	107.4619	0.7350	86.7419	64.4066	63.7336
BRAC Bank	81.9600	94.7035	105.8382	0.7439	86.5699	66.0734	63.1894
Prime Bank	81.9000	95.3846	107.5777	0.7409	85.7291	64.6833	63.2529
AB Bank	81.9900	96.5547	107.4975	0.7445	86.0312	65.4123	--
Uttara Bank	81.7500	95.6635	106.3363	0.7357	84.9419	64.4164	63.1457

Buying rates from public (inward remittance)

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.2000	91.2502	103.1594	0.7029	82.7962	62.6317	61.3894
Janata Bank	80.2500	91.2133	103.1050	0.7100	83.2019	62.9583	61.6661
Agrani Bank	80.3000	91.1150	103.3129	0.7007	82.9960	62.7598	61.6427
Rupali Bank	80.3000	91.3310	103.0468	0.7029	82.9073	62.6446	61.3667
FCBs							
StanChart	80.4500	91.3960	103.3428	0.7032	83.1154	62.1088	60.8707
CBC	80.5000	91.1743	102.6697	0.6957	--	61.5679	60.5843
PCBs							
SEBL	80.3500	91.2273	103.1367	0.7016	83.3766	62.9092	61.5213
BRAC Bank	80.4700	91.3523	102.3617	0.7074	81.8032	64.6831	60.3744
Prime Bank	80.4500	91.1702	103.3454	0.7045	82.9357	62.7108	61.6354
AB Bank	80.5000	91.3358	102.4642	0.7009	82.7367	62.2966	--
Uttara Bank	80.3500	91.1247	102.7092	0.7088	83.2926	62.8972	61.6000

Selling rates to importers

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	81.6500	93.8418	105.5836	0.7303	85.1492	64.4099	63.1356
Janata Bank	81.6000	94.0661	105.9172	0.7183	84.6732	64.5729	63.2755
Agrani Bank	81.7500	93.7350	106.6739	0.7337	85.0993	64.4480	62.9985
Rupali Bank	81.7500	94.2056	106.4329	0.7318	85.8645	65.1881	63.5902
FCBs							
StanChart	81.9500	94.9960	106.9428	0.7393	87.0491	65.8187	64.5066
CBC	82.0000	95.4298	107.1789	0.7350	--	64.4316	64.6581
PCBs							
SEBL	81.8500	95.0700	107.4619	0.7350	86.7419	64.4066	63.7336
BRAC Bank	81.9700	94.7335	106.0882	0.7444	86.5999	66.1034	63.2194
Prime Bank	81.9500	95.4418	107.6422	0.7414	85.7810	64.7225	63.2914
AB Bank	82.0000	96.6047	107.5475	0.7455	86.1112	65.4923	--
Uttara Bank	81.8000	95.7206	106.4008	0.7362	84.9938	64.4556	63.1842

Buying rates from exporters

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.0800	91.1136	103.0050	0.7019	82.6723	62.5379	61.2975
Janata Bank	80.0200	90.7429	102.6873	0.7072	82.8658	62.7040	61.4170
Agrani Bank	80.1500	90.9435	103.1195	0.6994	82.8404	62.6421	61.5273
Rupali Bank	80.1800	91.1938	102.8921	0.7019	82.7829	62.5504	61.2744
FCBs							
StanChart	80.2623	91.1827	103.1017	0.7016	82.9215	61.9639	60.7286
CBC	80.3122	90.7395	102.2666	0.6930	--	61.3284	60.3479
PCBs							
SEBL	80.3500	91.2273	103.1367	0.7016	83.3766	62.9092	61.5213
BRAC Bank	80.3618	91.2387	102.2292	0.6984	81.6981	64.5994	60.2942
Prime Bank	80.2310	90.9198	103.0630	0.7026	82.7085	62.5390	61.4669
AB Bank	80.2500	90.9194	102.0153	0.6978	82.4254	62.0449	--
Uttara Bank	80.1551	90.8792	102.3078	0.7062	82.9878	62.6587	61.3724

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Dirham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.